জেলার শ্রেষ্ঠ এস আই আলমডাঙ্গা থানার জামির হোসেন

সাজাপ্রাপ্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিল ও মামলা তদন্তে বিশেষ অবদান রাখায় চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপ-পরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জামির হোসেন।

রবিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস হল রুমে আয়োজিত মাসিক কল্যাণ সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জেলার শ্রেষ্ঠ এসআই জামির হোসেনের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি তার এ অভূতপূর্ব সাফল্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এস আই জামির হোসেন বলেন, ‘আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশ ও জনতার মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

যে কোনো পুরস্কারই কাজে উৎসাহ বাড়ায়। পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।’

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী সার্জন না হয়েও করছে অপারেশন

প্রতিনিয়ত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সার্জন না হয়েও নিয়মিত বড় ধরনের অপারেশন করার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিয়ত তিনি গবাদিপশুর অপারেশন করে চলেছেন। কোন অদৃশ্য শক্তির বলে সে একের পর এক কৃষকের গরুর ভুল চিকিৎসা দিয়ে আসছে জানানেই কারো।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে দরিদ্র কৃষক আঃরহমানের একটি লাল রঙের এড়ে গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের স্বরনাপন্ন হন। ওই কর্মকর্তা দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটিকে ক্ষতস্থানে অস্ত্রপাচার করতে হবে আর এজন্য খরচ হবে মোটা অংকের টাকা। গত আনুমানিক ৩মাস আগে গরুটি সুস্থ হয়ে না উঠলে চিকিৎসক নজরুল ইসলামের কাছে যান দরিদ্র কৃষক আঃরহমান। সেসময় দরদাম ঠিক হবার একপর্যায়ে প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটির ক্ষতস্থানে ভুল অস্ত্র পাচার করে। এরপর দিনেদিনে গরুটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষতস্থানে দগদগে গা দেখা দিয়েছে। গরুটির মালিক বারবার মোবাইলে ওই প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলেও গরুটির আর চিকিৎসা দিচ্ছেন না। গরুটি দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যধীক টাকা মূল্যের গরুটি মারা যাবে বলে আশঙ্কা করছে গরুর মালিক।

এদিকে, সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা মোড়পাড়ার আনসার আলির ছেলে দিনমজুর আঃকুদ্দুছের একটি ৮মাসের গাভী গরুর শরীরে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ভুল অস্ত্রপাচার করে। গাভীটির শরীরে অস্ত্রপাচারের দিন রাতে গাভীটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বারবার মোবাইল করে উপসহকারী প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম কে। বারবার কল দেয়ার পরও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এর কয়েকদিন পর গাভী গরুটি মারা যায়। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বাদী হয়ে উপসহকারী নজরুল ইসলামের নামে লিখিত অভিযোগ করে থানা সহ সংশ্লিষ্ট দফতরে। যা বেশ কয়েকটি গণ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, আমি অনেক দিনআগেই পুরাতন বাস্তপুরের আঃরহমানের গরুর অপারেশন করেছি। সেই সময় তাকে বলেছিলাম

গরুটি বিক্রি করে দিতে। আর তার কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ, ১ হাজার বার শ টাকা নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমি মেলা অপারেশন করেছি হবে তো। চিৎলায় আমার চিকিৎসা দেয়া গরুটি মারা যাওয়ার ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। এখন তাদের গরু যদি ভালো না হয় তাহলে অন্য কারো দিয়ে চিকিৎসা করাক। ওরা মনে করেছে চিৎলার ঘটনায় হেমারিং হয়েছে হয়তো ওরাও অভিযোগ করলে আসমান থেকে একটা গরু চলে আসবে। তবে করুক,রিপোর্ট করিয়ে আসমান থেকে গরু নিয়ে আসুক।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন বলেন, অপারেশন তো ওনার করার কথা না। আমাদের তো ভেটেনারি সার্জন নাই হয়তো সেজন্য উনি কিছু চিকিৎসা করে সাপোট দেন। এখন তো অনেকেই শিখে চিকিৎসা দিচ্ছে। সবাইকে তো আর ওভাবে রোধ করা সম্ভব না। তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে এধরণের একটি অভিযোগের পেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। যদি ভুক্তভোগী খামারি লিখিত অভিযোগ করে তাহলে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনার কুন্দিপুরে আদালতের নির্দেশে বসতঘর উচ্ছেদ

আশ্রহীন মানুষের আশ্রয়স্থল করতে নানা কর্মসুচি বা¯ত্মবায়ন করে চলেছে সরকার। এ কর্মসুচির মধ্যে জমি আছে ঘর নেই, আবার জমি ঘর কোনটায় নেই। সে সকল ছিন্নমূল মানুষের জন্য জমি ও ঘর তৈরী করে দিচ্ছেন সরকার। ঠিক তখনি চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে একটি পরিবারের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফলে খোলা আকাশের নিচে মানবতের জীবন যাপন করছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের কপিল উদ্দিনের ছেলে ভারত ওরফে দিল মোহাম্মদরে সাথে ১৭ নং নেহালপুর মৌজার মাদার ম-লের ছেলে মোফাজেলের সাথে বসত ভিটার ৩ কাটা জমি

নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলে আসছিলো। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক কাগজপত্র পর্যালচনা করে মামলার বাদী ভারতের পড়্গে ডিগ্রী জারি করেন। সেই সাথে জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। তারি আলোকে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে জেলা জজ আদালতের নাজির নজরম্নল ইসলামসহ হাবিবুর রহমান, তরিকুল ইসলাম দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় নালিশি জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থপনা ভেঙ্গে ফেলেন। উচ্ছেদের ফলে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মোফাজেলের পরিবারের লোকজন খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়।

মোফাজেলের স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ১৭ বছর এই ভিটাই বসবাস করছি। আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে এমন কোন নোটিশ পায়নি। সকালে হঠাত করে দেখি আদালতের লোকজন এবং পুলিশ এসে সবকিছু ভাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। আমরা মূর্খ মানুষ এতকিছু বুঝি না। আর ৪-৫ দিন পর আমার বড়মেয়ের বাচ্চা হবে। এখন তিন মেয়ে নিয়ে কোথায় উঠব জানিনা। জমিজমা বলতে জীবনের সকল উর্পাজন দিয়ে এই বসত ভিটা টুকই কিনে ছিলাম। আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে আসা জজ আদালতের নাজির নজরুল ইসলাম বলেন, আইনি বিষয় আইনগত ভাবেই মোকাবেলা করতে হয়। আমরা বিজ্ঞ আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতেই এসেছি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা গ্রামের অনেকেই বলেন, সত্য মিথার বেড়া জালে পড়ে মোফাজেলেক বসত বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তবে ঘটনাটি অমানবিক ও দু:খজনক।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে ট্রাক-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত-৫

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে ট্রাক ও ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইজিবাইকে থাকা শিশুসহ পাচ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত. জালাল উদ্দিনের ছেলে (ইজিবাইক চালক) সাইফুল ইসলাম (৩৭), দামুড়হুদার রুদ্রনগর গ্রামের জমির উদ্দিনের স্ত্রী শুকতারা বেগম (৪০), কাদিপুর গ্রামের মৃত. আলী হোসেনের ছেলে রোকন (৩০), রোকনের ছেলে রুহিন (৫) ও একই উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে জিহাদ আলী (১৮)।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া তিনজনকে ভর্তি করে অপর দুইজন ব্যক্তিকে গুরুত্বর আহত হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ মখলেছুর রহমান তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

স্থানীয়রা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা থেকে ইজিবাইকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে নিজ কাজের জন্য দর্শনায় যাচ্ছিল। এই সময় লোকনাথপুর বাজারে পৌছালে বিপরীত থেকে আসা (যার নং কুষ্টিয়া -ট ১১-০২৮০) একটি ট্রাক এসে ইজি বাইকের সামনাসামনে ধাক্কা মারে । এতে ইজিবাইক চালক সহ যাত্রীরা ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। ট্রাক ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দূরঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থানে যায়,আহত ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রের্ফাড করা হয়েছে।ট্রাকটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর জাহান রুমি বলেন, তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত কিনা এখনি বলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে। সার্জারি কনসালটেন্ট চিকিৎসক পরবর্তী চিকিৎসা দেবেন। ২৪ ঘন্টা না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার সকাল সাড়ে আটটার সময় জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি, রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃ মুন্না বিশ্বাস সহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ডায়াবেটিক সমিতির

ত্রি বার্ষিক সম্নেলন

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৩-২০২৫ অনুষ্টিত হয়েছে।

এ ডায়াবেটিক সমতির সভাপতি হয়েছেন মাহাফুজুর রহমান মনজু সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুর রহমান।

শনিবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার অডিটোরিয়াম হল রুমে ডায়াবেটিক সমতির ত্রি বার্ষিক ও সাধারন সভা নির্বাচন অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মনজুর সভাপতিত্বে,আলোচনা করেনএ্যাড ভোকেট আবু তালেব,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ এখলাছ উদ্দীন সুজন, সোহেল আকরাম, কামাল উদ্দিন।

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির ১২ সদস্যর এ কমিটি গঠন করে।তারা হলেন সহ সভাপতি হাজী শহীদুল ইসলাম,যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এখলাছ উদ্দিন সুজন,রফিকুল ইসলাম তনু,কোষাধাক্য সোহেল আকরাম,যুগ্ন,কোষাধাক্য আঃ কাদির,সদস্য জহিরুল ইসলাম, আবুল কাশেম,আজাদ হোসেন, আজিবর রহমান প্রমুখ।

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার-৫,পলাতক ৭

চুয়াডঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ভারতের ভৃখন্ডের ১শ গজ দৃরে বাংলাদেশের ৭৬/৪ এস পিলারের নিকট ফেনসিডিল নিয়ে চোরাচালানী দু গ্রপের সংঘর্ষে ৯২ বোতল ফেনসিডিলসহ ৫ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গুরুতর আহত হয়েছে দুই গ্রপের মিনারুল ও আরিফসহ ২জন। মিনারুল গুরুতর আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

শনিবার (২১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের

ন্যাড়া বটতলা নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবি সৃত্রে জানাগেছে শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ৭৬/৪-এস এর নিকট জয়নগর ন্যাড়া বটতলা এলাকায় চোরাকারবারী দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হচ্ছে। এমন খবর পেয়ে ৬ বিজিবির দর্শনা আইসিপি’র কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করে।

এ সময় বিজিবি ঘটনাস্থল থেকে চোরাচালানী জিয়ারুল ইসলাম এর নিকট হতে ৫০ বোতল এবং হাসমত আলীর নিকট হতে ৪২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।ঘটনাস্থল থেকে ফেনসিডিলসহ জিয়ারুল (২১), পিতা- ইজাজুল, মোঃ হাসমত আলী (৩৫), পিতা- মৃত আলামিন শেখ, মাহবুব (২৬), পিতা- দিল মোহাম্মদ, লাল্টু শেখ (৩৬), পিতা- আইয়ুব আলী, মিনারুল (২৩), পিতা- আজল, ৫ জনই দর্শনা পৌরসভার জয়নগর,গ্রামে বাড়ি।পলাতক হিসাবে মামলা হয়েছে ছাব্বির (১৯), পিতা, আক্তার, মজিদ (৩৮), পিতা- মৃত দাউদ, ইজাজুল (৪৫), পিতা-মৃত দাউদ, আরিফ (২৫), পিতা- হানিফ, আক্তার (৩০) পিতা-মৃত ভোলা সোহেল (২৫), পিতা- ফকির পলাশ, (৩২) পিতা- ছোট ফরিক,,উভায়ের বাড়ি জয়নগর ও সুলতানপুর গ্রামে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিজিবির আইসিপি কমন্ডার নওশের আলী বাদি হয়ে আটককৃত ৫ জনসহ পলাতক হিসাবে ৭ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাপমলা দায়ের করেছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমার থানায় এজাহার দিতে এসেছে কত জনের নামে মামলা হয়েছে তা এজহার দেখে বলতে পারবো।তবে এ রিপোর্ট লেখা পযন্ত মামলার প্রস্ততি চলছে।

দামুড়হুদায় জাকের পার্টির

ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় দাওয়াতী মিশন অনুষ্ঠিত

বিশ্বওলী খাজা বাবা ফরিদপুরী মহা পবিত্র বিশ্ব উরস শরীফ -২০২৩ বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলন উপলক্ষে শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুল রুমে জেলা ছাত্রফ্রন্টের আয়োজনে দাওয়াতী মিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রফন্ট্রের সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন প্রধান ফয়জুল বারী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম মিশন প্রধান ছাত্রফ্রন্টের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জিয়াউর রহমান,কেন্দ্রীয় ছাত্রফ্রন্টের প্রযুক্তি সম্পাদক রহুল কুদ্দস।জেলা যুব ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক আঃমজিদ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি শাহরিয়ার আলমের সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জাকের পার্টির দামুড়হুদা থানা ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি আনিসুর রহমান, সাধারন সম্পাদক আঃ হাই, জীবনগর থানা ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি কবির, দামুড়হুদা থানা ছাত্রফ্রন্টের সাধারন সম্পাদক আরিফ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ছাত্রফ্রন্টের সাধারন সম্পাদক শাওন সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের সোনালী মুকুল

দামুড়হুদা উপজেলায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে

[redacted]

[redacted]